জননী
23-4-43
পরিবেশক — মানসাটা ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটর্স

কে, বি, পিক্‌চার্সের নবতম নিবেদন

— জননী —

প্রযোজক—কুমুদরঞ্জন ব্যানার্জী
কাহিনী—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
সংলাপ ও চিত্ররূপ—সত্যেন দত্ত
গীতিকার—শৈলেন রায়
সুর-শিল্পী—হিমাংশু দত্ত—(সুরসাগর)
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—ধীরেশ ঘোষ
আলোক-চিত্রশিল্পী—ধীরেন দে
শব্দ-যন্ত্রী—যতীন দত্ত
রসায়নাগারাধ্যক্ষ—শৈলেন ঘোষাল
সম্পাদক—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশক—তারক বোস, ও গোপী সেন
সর্ব্বাধ্যক্ষ—কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক—বীরেন মুখোপাধ্যায়
আলোক-নিয়ন্ত্রণকারী—সুরেন চ্যাটার্জী
রূপ-সজ্জাকর—অভয়পদ দে
স্থির-চিত্রশিল্পী—নিধু দাশগুপ্ত

—সহকারী—

পরিচালনায়—বটকৃষ্ণ দালাল
আলোক-চিত্রে—শ্যাম মুখোঃ, নিধু দাশগুপ্ত
শব্দ-যন্ত্রে—গোবিন্দ মল্লিক, তরণী রায়
সুর-শিল্পী—সতীশ সরকার
রসায়নাগার—শৈলেন চট্টোঃ, ধীরেন দাস,
জীবন বন্দ্যো, নিরঞ্জন সাহা, ভোলা মুখোঃ
সম্পাদনায়—সন্তোষ ভৌমিক
শিল্প-নির্দ্দেশনায়—রাজমোহন মণ্ডল
রূপ-সজ্জায়—বিভূতি পাল
আলোক-নিয়ন্ত্রণে—হেমন্ত বসু

— রূপায়ণে —

অহীন্দ্র চৌধুরী, মলিনা, পদ্মাদেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, ভানু বন্দ্যোঃ, যতীন বন্দ্যোঃ, শৈলেন পাল, প্রমীলা ত্রিবেদী, ফণী রায়, বেচু সিংহ, নৃপতি চট্টো, বৃন্দাবন, কল্পনা দেবী, শান্তা, রাজলক্ষ্মী, মনোরমা (বড়) মনোরমা (ছোট), কৃষ্ণা, মাষ্টার সুনীল, বেলারাণী, নিভাননী, অনিলা দত্ত, কালী ঘোষ, শৈলেন মুখোঃ

জননী

সংসারে নারীর প্রতিষ্ঠা মাতৃত্বে, মাতৃত্বের সুষমায় তার পরিচয়। সন্তানের মুখের 'মা' ডাকে জননী ভুলে যায় তার অস্তিত্ব, সে নিজেকে নিস্বার্থ ভাবে বিলিয়ে দেয় সন্তানের মঙ্গল কামনায়।

সমুদ্র-মন্থনে একের ভাগ্যে উঠেছিল অমৃত আর অপরের ভাগ্যে হলাহল। জননীর স্নেহ-সমুদ্র মন্থনেও সংসারে একের ভাগ্যে ওঠে সুধা আর অপরের বিষ।

*　　*　　*

মুকুল ও মায়া—দুই ভাই বোন। মুকুল বাল-বিধবা, মায়াকে তার দুঃখের পরিমাণ জানতে দিতে চায়না—তাই হাসি গল্পে মায়াকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। সেদিন ভাইফোঁটা—কিন্তু এই দিনের উচ্ছল আনন্দের

মাঝেই মায়া পেলে ঠাকুমার কাছ থেকে এক মর্ম্মান্তিক আঘাত। বুঝলে সে বিধবা—এখন থেকে তাকে বিধবার মতোই জীবনধারণ করতে হবে।

*　　*　　*

সেই গ্রামেরই মেয়ে আশা, ছোট ভাই সত্য ছাড়া তার আপন বলতে কেউ নেই। সৎমা চারুর কাছে স্নেহের দাবী নিয়ে দাঁড়ায় আশা, কিন্তু তার দাবী অপূর্ণ থেকে যায় চারুর মায়ের স্বার্থপরতায়। একমাত্র মুকুলদা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত সকলের কাছ থেকে আশা পেয়েছে অবহেলা আর অনাদর তাই সকলকে এড়িয়েই সে চলে। মুকুলদার আহ্বানেও তার অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না—সে ভয়ে সরে দাঁড়ায়।

দিদিমার গঞ্জনায় আশা ক্রমে অধীর হয়ে ওঠে। অবশেষে—একদিন দিদিমার প্ররোচনায় সৎমা তাদের ভাই-বোনকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলে যে, এখন থেকে সে আর তাদেরকে খাওয়াতে পারবে না।

সেইদিনই ভাইফোঁটা উপলক্ষে তার নূতন মামা সুবোধের শুভাগমন হল সেই গৃহে আর বিরাট ভোজে তিনি তৃপ্ত হলেন, কিন্তু দুটি ভাই-বোন সেদিন অভুক্ত রয়ে গেল!

*　　*　　*　　*

দুই

জমিদার গিন্নি হেমলতার ভাই কিশোরী বাবু। তিনি রাখালবাবুকে সুনজরে দেখেন না, কিন্তু স্বর্গত ভগ্নিপতির বন্ধু ছিলেন বলে তাঁকে বিশেষ কিছু বলতে সাহসও করেন না।

এক মাত্র কন্যা ভবানীর বিয়ের জন্য হেমলতা রাখালবাবুকে ডাকিয়ে জানিয়ে দিলেন, আগামী অগ্রহায়ণে ভবানীর বিয়ে দেয়া চাই, তবে পাত্র ঘরে-বরে যোগ্য হতে হবে এবং তাকে ঘরজামাই থাকতে হবে। জমিদার গৃহে মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিনে হেমলতা মুকুলকে দেখে খুসী হন এবং রাখালবাবুকে ডাকিয়ে তাকেই জামাই করবেন বলে জানিয়ে দেন। রাখালবাবু পুত্রের ভাগ্যোন্নতির স্বপ্নে বিভোর হয়ে বাড়ী ফিরে মায়াকে এই শুভ সংবাদ দেন।

মায়া দাদার মনের কথা জানতো তবু বাবার কথা রাখবার জন্য কৌশলে দাদার মত করিয়ে নেয় যে ভবানীকেই তাকে বিয়ে করতে হবে। পিতৃ-সত্য পালনের জন্য আশার আশা বিসর্জন দিয়ে মুকুল মায়ার কথায় রাজী হয়।

ঘাটের পথে আশাকে মুকুল জানায় তার বিয়ের কথা। অভিমানে আশা সরে আসে। নিজের ঘরে শুয়ে রাতে আশার ঘুম হয়না — সে ভাবে

তার মুকুলদা আর তার থাকবে না সে হবে ভবানীর — সে হবে জমিদার।

ঠাকুমার কথায় বিধবা মায়া দাদার বিয়ের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কাছে আসে না, মুকুল মায়াকে জোর করে তার সব কাজে টেনে নেয়।

এদিকে আশা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে — অভিমান ওর থাকে না। ভাবে অন্ততঃ একবার গিয়ে ও লুকিয়ে দেখে আসবে ওর মুকুলদাকে। সেখানে গিয়ে বিয়ের বাসর থেকে ও যখন নিঃশব্দে চলে আসছিল, হঠাৎ নজরে পড়ে ওর মুকুলদার জুতো পড়ে রয়েছে। হেঁট হয়ে আশা জুতোকেই প্রণাম করতে যায়। সবাই চেঁচিয়ে ওঠে আশা জুতো চুরি করছে! মুকুল ওকে নিরালায় টেনে নিয়ে আসে তারপর মাথায় হাত দিয়ে বলে "আশীর্ব্বাদ করি তুমি আমায় ভুলে যাও।"

বিয়ের ঠিক পরেই হেমলতা আর কিশোরীবাবু জানিয়ে দেন যে, মুকুল ঘরজামাই। সে জমিদার বাড়ী ছেড়ে কোথায়ও যেতে পারবে না।

মায়ার কাছে রাখালবাবু তাঁর পরাজয়ের কথা জানাচ্ছিলেন। এমনি সময় ভবানী মায়ের কথা না শুনে শ্বশুরের ঘরে চলে আসে। রাখালবাবু ভাবেন, এতে তাঁর কথা থাকবে না, তিনি ধর্ম্মে পতিত হবেন তাই

ভবানীকে ফিরে যেতে বলেন। ভবানী বাধ্য হয়ে ফিরে যায়। রাখালবাবু আকুল হয়ে পড়েন কিন্তু উপায় দেখতে পান না। মায়াকে তার শ্বাশুড়ী নিয়ে যেতে চান। রাখালবাবুও এতদিনে সর্ব্বহারা হয়ে ঘর বাড়ী বেচে বৃন্দাবনে আশ্রয় নিতে চলে যান। যাবার সময় গ্রাম সম্পর্কিত ভাইপো নরেনকে বলে যান, সে যেন মাঝে মাঝে অভাগী মায়ার আর মুকুলের খবর তাঁর নির্দ্দেশ মত পাঠিয়ে দেয়।

* * * *

দুবছর কেটে গেছে। ভবানী কোলজোড়া খোকাকে নিয়ে স্বামীর প্রেমে বিভোর হয়ে দিন কাটায়।

ওদিকে মুকুল ক্রমে অশান্ত হয়ে উঠেছে। আভিজাত্যের আকর্ষণ তার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়। নরেনের কাছে মুকুল বলছিল সে ফিরে আসতে চায় তাদেরই মাঝে আগের মত কিন্তু আভিজাত্যের সোণার-শিকল সে ভাঙতে পারছে না, নরেন জানায় সে মায়ার বাড়ী যাবে। মুকুল অনুরোধ করে তার ছোট বোনের খবরটা তাকে জানাতে। নরেন তাকে পরদিন সন্ধ্যায় দেখা করতে বলে।

মায়ার বাড়ী গিয়ে নরেন দেখে যে হীনবুদ্ধির

— গীতাংশ —

— এক —

ওগো ও জননী মাটির-দেবতা
তোমারেই শুধু মানি
আমারি-এ প্রাণ এ দেহ আমার
সে তোমারি দান জানি।
নিজেরে ভাঙিয়া গড়িলে আমারে
নব-জনমের প্রভাতের দ্বারে,
কণ্ঠে আমার জাগালে মন্ত্র
মধুময় 'মা' 'মা' বাণী,
নয়নের আলো দিয়ে মোরে তব
করিলে নয়ন-মণি
তব জীবনের জাগরণে জাগে
জানি মোর জাগরণী।
মোর লাগি তব বুকে মধু জমা
শত অপরাধ তাই কর ক্ষমা
পৃথিবী ভুলিলে ভোলেনা জানিগো
মায়ের হৃদয়খানি।

— দুই —

এই বনে গো এই বনে
বনের পাখী কণ্ঠ মিলায়
বুঝি মোর গানের সনে।
বলে ফুল দুলে দুলে
যেওনা আমায় ভুলে
বনের কুসুম গন্ধে বলে
ছিনু ওগো তোমার মনে॥
স্বপনে জড়িয়ে মোরে লাজুক লতা
বলে ওগো ও মানিনী কওনা কথা।
ঝরানো পাতারি সুর
হ'লো মোর পায়ের নুপুর
সবাই বলে বনের পরী
ছিনু তোমার অন্বেষণে॥

— তিন —

জলের পদ্ম মোর মনেরই পদ্মরে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলে দোলে।
দোদুল ছন্দে ফুল প্রাণেরই গন্ধরে
খোলেরে খোলেরে খোলে খোলে॥
কইতে পারি নে মন কথা
মনেতে কাঁদেরে মন ব্যথা
রূপের পদ্ম মোর অরূপ-পদ্মরে
সুবাসে সুবাসে ভোলে ভোলে॥
জানিরে এ ফুল দিব তারে
গোপনে স্বপনে চাহি যারে
আঁখির স্বপ্ন সেই নয়নানন্দরে
হিয়াতে হিলোল তোলে তোলে॥

— চার —

রাঙিয়ে মনের-বনে গোলাপফুল
এইখানে হায় গায় কিরে বুলবুল।
প্রেম-দেবতার আঁখি
রয় কি এখানে জাগি
মনের লাগিয়া এখানে
মনের ভুল॥
গায় কিরে বুলবুল॥
বিনি সুতো দিয়ে গাঁথিয়া প্রেমের মালা
মিলনে জালো কি ভালবাসিবার জ্বালা।
শোন প্রিয় শোন প্রিয়া
আছে প্রেম, আছে হিয়া
ছেড়ে দাও তরী—বায়ু বহে অনুকূল—
গায় কিরে বুলবুল।

— পাঁচ —

ভবানী—যে রচিল এ মনে ফুলেরই বন
না চাহিতে তারে দিয়েছি মন।
অপর্ণা—ভালবাসা সে কি ভালো
কেন জ্বালাতে নিজেরে জালো
ভবানী—সে জ্বালারে আমি মালা করে আজও
বুকে রাখি অনুখন ॥
অপর্ণা—সবাই চেয়েছে কে পেয়েছে বল
দূর গগনের চাঁদ
ভবানী—মনে প্রেম যার সে ভাবে আমি যে
চাঁদ ধরিবার ফাঁদ!
অপর্ণা—প্রেম করে আনমনা
ভবানী—তাই হৃদয় হয়েছে সোণা
ভালবাসিবার মত পরশ-মণিরে
প্রাণে দিল পরশন ॥

— ছয় —

নবঘন সুন্দর শ্যাম
মম সব সুখ-দুখ ভার
চরণে তোমার সঁপিলাম—আজি সঁপিলাম ॥
নাম তব জানি দুখহারী
দুঃখের গিরিভার তোল গিরিধারী
বৃন্দাবনচারী মোহন বংশীধারী
গোকুলে লীলা অভিরাম ॥
শিরে তব শিখীচূড়া
নীল নলিন আঁখি
সুকোমল মুখ অরবিন্দ—
ভৃগুপদ হিয়াতলে মালতী মালাটি গলে
শ্যাম-চাঁদ সে চির অনিন্দ ॥
রবি শশী অগণন
রহে ঘিরি ও চরণ
বাঁশী তব রাধানামে বাজে অবিরাম ॥
নব ঘন সুন্দর শ্যাম ॥

— সাত —

তোমারি বেদনা ভোলাতে হে প্রিয়
নিজেরে ভুলিয়া থাকি,
কেমনে বাঁধিব বল
হিয়ার অরুণ রাখি।
আমি তব পূজারিণী
তব প্রেম গরবিণী
তোমার স্বপনে রহুক মগন
আমার বিধুর আঁখি ॥
তোমারি আসন আমারই এ বেদনাতে
গোপন মনের প্রাণের পদ্মপাতে
হে মোর আপন, হে মোর সাধন
আমার জীবন, আমার জনম
তোমারই সুখের লাগি ॥

কে, বি, পিক্‌চার্সের আগামী আকর্ষণ !

বাঙালী ঘরের চির-মধুর

বৌদি

দুইটি বিশিষ্ট নারী চরিত্রে

মলিনা ও পদ্মা

মুক্তি পথে—

রমলা ও জহর

অভিনীত

রজনী পিক্‌চার্সের অভিনব হাস্য-চিত্র

জজ সাহেবের নাতনী

পরিচালক : কালীপ্রসাদ ঘোষ

পরিবেশক : মান্‌সাটা

মুক্তি পথে—

সায়গল ও খুরশীদ

অভিনীত

ভক্ত সুরদাস

পরিচালক : চতুর্ভূজ দোশী

পরিবেশক : মান্‌সাটা

The Imperial Art Cottage—Cal.